প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

Date:23.09.2022

Course : GE-1

1st Semester

Pranab Kirtunia

Assistant Professor

Department of Philosophy

Bejoy Narayan Mahavidyalaya

West Bengal

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

'সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞানই স্মৃতি' সংস্কার বলতে 'ভাবনা' নামক সংস্কারকে বোঝানো হয়েছে। তবে 'প্রত্যাভিজ্ঞা' প্রত্যক্ষযোগ্য স্মৃতি নয়। প্রত্যাভিজ্ঞা হলো পূর্ব পরিচিত কোন বিষয়কে পুনরায় চেনা অর্থাৎ এটিকে পূর্বে দেখেছিলাম -- এই ভাবে চেনা। এই ধরনের জ্ঞান প্রত্যাভিজ্ঞা।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

অনুভব দুই প্রকার যথার্থ অনুভব বা প্রমা, অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

'তদবতি ততপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থ'। অর্থাৎ যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্ট রূপে অনুভব করাই হল প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ অনুভব।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

ন্যায় মতে প্রমা চার প্রকারঃ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দবোধ।অযথার্থ অনুভবকে অপ্রমা বলা হয়। অপ্রমার লক্ষণে বলা হয়েছে 'তদ অভাববতি ততপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থ'।অর্থাৎ যে পদার্থ যেধর্ম বিশিষ্ট নয় সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্ট বলে অনুভব করাই হল অপ্রমা বা অযথার্থ অনুভব।অপ্রমা তিন প্রকার : সংশয়, বিপর্যয় বা ভ্রম এবং তর্ক।

ন্যায় দর্শন

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়কে প্রমাণ বলা হয়। 'প্রমা করণং প্রমাণং' অর্থাৎ প্রমার করনই হল প্রমাণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রমা চার প্রকার: প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শব্দবোধ। এই চার প্রকার জ্ঞানলাভের উপায় বা করণ হল, যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

আমাদের আলোচ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ-এর ফলে যে যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ অনুভব হয় তাই হল প্রত্যক্ষ প্রমা। আর এই প্রত্যক্ষ প্রমার করণ বা উপায় হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ন্যায় দর্শনের প্রধান এবং মূল প্রমাণ সেইজন্য প্রথমেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ –এর আলোচনা করা হয়েছে।

মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষৎপন্নংজ্ঞানং অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্'। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের বা অর্থের সন্নিকর্ষ – এর ফলে অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং ব্যবসায়াত্মক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ দিয়েছেন সেখানে যে শব্দগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন, যথা- ইন্দ্রিয়, অর্থ , সন্নিকর্ষ, অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী, ব্যবসায়াত্মক-- প্রতিটি শব্দ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন। কারণ এই শব্দগুলোর অর্থ বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারব মহর্ষি গৌতম কর্তৃক প্রত্যক্ষের লক্ষণের প্রকৃত অর্থ।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

ইন্দ্রিয়ঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান-এর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় হল অন্যতম প্রধান শর্ত। এই ইন্দ্রিয় গুলো হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহবা, ত্বক- এগুলো হল বাহ্যইন্দ্রিয় এবং মন হল অন্তরিন্দ্রিয় ।

বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ করি। এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা সুখ-দুঃখ ইত্যাদি মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করি।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

বাহ্যেন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের অনুভব-এর ক্ষেত্রেও অন্তরিন্দ্রিয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগের প্রয়োজন হয় বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের যে মানসিক অবস্থা সেই মানসিক অবস্থাগুলো অনুভব করার জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়র প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

অর্থঃ অর্থ বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। আমরা যেকোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেকোনো বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারিনা । এক একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। যেমন চক্ষুইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ প্রত্যক্ষ। কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষ করি। নাসিকা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ প্রত্যক্ষ করি।জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বাদ প্রত্যক্ষ করি। ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

সন্নিকর্ষঃ সন্নিকর্ষ হল সংযোগ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। ইন্দ্রিয় এবং অর্থ উপস্থিত থাকলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়। তার জন্য 'সন্নিকর্ষ' -এর প্রয়োজন। সন্নিকর্ষ দুই প্রকার– লৌকিক সন্নিকর্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

অব্যপদেশ্যম্- প্রত্যক্ষ জ্ঞান আগে থেকে জানা কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন হয় না । এখানে মহর্ষি গৌতম নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

অব্যভিচারীঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে নিঃসন্দিগ্ধ ও যথার্থ। নিঃসন্দিগ্ধ ও যথার্থ বোঝাতে 'অব্যভিচারী' পদটি মহর্ষি গৌতম ব্যবহার করেছেন।

ব্যবসায়াত্মকঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান-এর নিশ্চয়তা সুনির্দিষ্টার্থে তিনি 'ব্যবসায়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন । অর্থাৎ মহর্ষি গৌতম-এর মতে প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন অশব্দ, যথার্থ ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

নব্য নৈয়ায়িকগন গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ স্বীকার করেন না। কারণ তারা মনে করেন গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । কারণ ঈশ্বর নিরাবয়ব অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ-এর কোন প্রসঙ্গ আসতেই পারে না। কারণ ঈশ্বর নিরবইয়ব ।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

তাই নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন ' **জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্**'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল এমন জ্ঞান যার অন্য কোন করণ নেই। অর্থাৎ অকরণক জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান । অনুমিতি জ্ঞানের করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতি জ্ঞানের করণ সাদৃশ্যজ্ঞান এবং শব্দজ্ঞানের করণ পদ-জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অকরণক, সাক্ষাৎ অনুভব।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে

১)ন্যায় মতে যথার্থ অনুভব বা প্রমা কাকে বলে?

২)ন্যায় মতে প্রমা কয় প্রকার ও কি কি?

৩)ন্যায় মতে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা কাকে বলে?

৪)ন্যায় মতে কি অপ্রমা কয় প্রকার ও কি কি?

৫)ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ বলতে কী বোঝায়?

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে

৬)ন্যায় মতে প্রমাণ কয় প্রকার ও কি কি?

৭)ন্যায় মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি? ৩১) ন্যায় মতে 'ইন্দ্রিয়' বলতে কী বোঝায়?

৮) ন্যায় মতে 'অর্থ' বলতে কী বোঝায়?

৯) ন্যায় মতে 'সন্নিকর্ষ' বলতে কী বোঝায়?

১০) নৈয়ায়িকরা 'অব্যপদেশ্যম' শব্দের কি অর্থ করেছেন?

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে

১১) ন্যায় মতে অব্যভিচারী বলতে কী বোঝায়?

১২) ন্যায় মতে 'ব্যবসায়' শব্দটির অর্থ কি?

১৩) ন্যায় মতে সন্নিকর্ষ কাকে বলে?

THANK
YOU